International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 24-31
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে আধুনিকতা ও নগর জীবন

সুরজিৎ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার, ভারত

Abstract

"In my story, there is a relation between human relations, values, the erosion of values, the change of values, etc., with the average man. Besides, I love talking about girls for girls. In my writings, the problem of women is always back to the basic problems of women." Suchitra Bhattacharya has said this. Mrs. Bhattacharya wrote numerous short stories. Having started her career in late 70s, and writing about contemporary social issue, Bhattacharya soon became a popular figure in Bengali writing. Her work, mirroring the urban culture she lived in, focused on the middle class and the state of modern women in the society. Through her short stories, Suchitra Bhattacharya documented their realities, their aspirations and their silences. In his story, there are many complex problems in modern life. For example, the dreaded childhood, the extremely smart adolescence, the problem of male-female problems, the legal problems etc.

'Valo meye, Kharap meye' 'Ramshonu Rong' etc are in the story of endangered childhood pictures. The story 'Unis Bochor Boyos' is about the adventures of smart adolescents, ragging problems etc. The story of 'Bari' has come up in the story of the modern tenants and landlords, a living problem. Various mental problems of modern married civilians have been illustrated in the story 'Lal Golap', 'Poncis Bochor', 'Moner Modhye Mon', 'Asomoy' etc. Also in the story of Suchitra Bhattacharya there is a legal problem, ex-boyfriend-centric problems, Problems of survival, Problems with old parents etc. The complex life and troubles of the modern citizen has emerged in the story of Suchitra Bhattacharya.

Key word: Suchitra Bhattacharya, Short Story, complex life, modern citizen, social issue, legal problems

> *"আমার গল্পে মোটামুটি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মূল্যবোধ, মূল্যবোধের ভাঙন, মূল্যবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি স্থান পেয়ে থাকে। এছাড়া মেয়েদের হয়ে মেয়েদের কথা বলতে আমি বেশি ভালোবাসি। আমার লেখায় সাধারণত মেয়েদের সমস্যা মেয়েদের মৌলিক যন্ত্রণার কথাই বারবার ফিরে আসে।"* [১]

-এভাবেই নিজের সৃষ্টিকে মোটা দাগে চিহ্নিত করেছেন কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তবে সূক্ষ্মবিচারে এখানেই শেষ নয়, বর্তমান নগরজীবনের প্রায় সমস্ত অলি-গলিতে তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

তাই তাঁর কথাসাহিত্য বিচিত্র চরিত্র ও কাহিনি বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নিজের জীবনে বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন, বহু কিছু দেখেছেন। সতর্ক গোয়েন্দার মতো পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন বিহারের ভাগলপুরে মামার বাড়িতে (১০ জানুয়ারি, ১৯৫০)। তবে শৈশব থেকেই মানুষ হয়েছিলেন কোলকাতায়। দক্ষিণ কোলকাতার ঢাকুরিয়া ছিল তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল। সংসার জীবন এবং চাকরির সূত্রে তিনি ঘুরেছেন নগর সভ্যতার অন্দরে-বাইরে বহু জায়গায়। এই নিজের চোখে দেখা নগর জীবনের বহুমাত্রিক রূপ তাঁর কলমের মুখে ভিড় জমাতে শুরু করে বিংশ শতকের সত্তরের দশকের শেষ দিকে। ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ ছোটোগল্প রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্মরণীয় উত্তরণ।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য আশৈশব শহুরে পরিবেশেই বেড়ে উঠেছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সৃষ্টির গায়ে নাগরিক পরিবেশের বিলাসী গন্ধমাখা। তিনি দেখেছেন চোখের সামনে দ্রুত বদলে যাচ্ছে পরিবেশ। পুকুর ভরাট করে গড়ে উঠছে বহুতল। বদলে যাচ্ছে জীবনযাত্রা, বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ শুষ্ক ও ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা-সন্তান প্রভৃতি হার্দ্য সম্পর্কগুলো ক্রমশ পলকা হয়ে যাচ্ছে। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখতে পাওয়া যায় বদলে চলা সমাজ ও সম্পর্কের নমুনা। খুন, জখম, ধর্ষণ, র‍্যাগিং, ইভটিজিং এর ছড়াছড়ি। মানবিক মুখ চোখেপড়ে কতিপয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে।

বিপন্ন শৈশবঃ প্রথমেই দেখে নেবো প্রতিযোগিতার বাজারে বাবা মায়েরা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে শিশুদের জীবন থেকে কিভাবে মুছে দিচ্ছেন শৈশবের রামধনু রং। গল্পের নাম **"রামধনু রং"**। 'হোলি একাডেমী' নামের বিখ্যাত স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা দেবার জন্য পাপু নামের শিশুটিকে গাদা-গাদা জেনারেল নলেজ, পশু-পাখির নাম, ওয়ার্ড স্পেলিং, বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজি আরও কত কী শেখায় তার বাবা মা। অভিভাবকরা ভাবেন না ঐ ছোট্ট মাথা জ্ঞানের বোঝা আর পিঠে বইয়ের বোঝা বইতে পারবে কিনা। পাপুদের কচি মেরুদণ্ডকে বাঁকিয়ে দিতে চায়। সবকিছুতে প্রথম হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে বিপন্ন হয় শৈশব। লেখিকা দেখেছেন শহরের অলিতে-গলিতে গড়ে উঠছে গালিচা পাতা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। উচ্চ অ্যাডমিশান ফী, ডোনেশান, শিশুর ইন্টারভিউ, বাবা-মায়ের ইন্টারভিউ ইত্যাদির এলাহি আয়োজন।

"ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে" গল্পের দশ বছরের টুবলু বাবার প্রভাবে শৈশবেই কেমন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। নিউক্লিয়াস ফ্যামিলিতে বেড়ে ওঠা শিশু ঘরের কোনে গড়ে তোলে আত্মকেন্দ্রিকতার অভেদ দুর্গ।

> *"ওইটুকুনি দশ বছরের ছেলে এখন থেকে কী সচেতন নিজেরটা সম্পর্কে! আমার কোন জিনিস তুমি ঘাঁটাঘাঁটি করো না তো মা!"* [২]

বাবা-মা এর জীবন থেকে জীবনের রসদ খোঁজে শিশু। অনুকরণের মাধ্যমে সে সবকিছু শিখে নেয়। এই গল্পে দশ বছরের টুবলু তার বাবার স্বভাব অনুকরণ করে। তার বাবা মায়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে তেমনি রূঢ় ও এককেন্দ্রিক স্বার্থপর স্বভাব লাভ অনুকরণ করতে শেখে সেও। ছোট পরিবারে সদস্য কম

থাকায় শুধু বাবা ও মায়ের কাছ থেকেই সে শিক্ষা পায়। তাদের কারো কোন খারাপ স্বভাব সহজেই শিশু মনে জায়গা করে নেয়। অধুনা নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির এ এক নেতিবাচক দিক।

'কাকতালীয়' গল্পটি টুকান নামক এক শিশুর শহুরে বিপন্ন শৈশবের আর এক মন খারাপ করা কাহিনি। এই গল্পে টুকান নামের শিশুটিকে খেলাধুলার জগত থেকে দূরে সরিয়ে ঘরে আটকে রেখে কেবল পাড়ানো হচ্ছে। "সকাল থেকেই অঙ্কে মন বসছিল না টুকানের। বাইরে অবিরাম ভোকাট্টার ফোয়ারা ছুটছে, এই সময়ে আলজেব্রা কষতে কারুর ভালো লাগে ? ধুৎতেরি বলে বইখাতা ফেলে উঠেই পড়ল টুকান।"[৩] কঠিন অঙ্ক কষতে কষতে পড়ার টেবিলে ঘুমিয়ে সে সপ্ন দেখে নানা রকম ঘুড়ি উড়ছে আকাশে। মনের ইচ্ছা সপ্নে সত্যি হয়। এই গল্পের কাহিনির সঙ্গে মিলে যায় কবির সুমনের একটি গান। যে গানে রিক্সা চালাতে চালাতে ছেলেটি ঘুড়ি ওড়ানো দেখে,- "পেটকাটি, চাদিয়াল, মোমবাতি, বগগা/ আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা"। [৪] অধুনা নাগরিক বাবা মা তাদের একমাত্র সন্তানকে প্রতিযোগিতার দৌড়ে এগিয়ে রাখার জন্য নানা কৌশল অবলনবন করেন। কখনো মূল্যবান বস্তুর লোভ দেখিয়ে আবার কখনো স্রেফ ভয় দেখিয়ে পাঠ্য বইয়ের পাতায় তার মনকে বন্দী করে রাখতে চান। শিশু মন তারই ফাঁকে ঘুড়ির মতো উড়ে যায়। বাস্তবে যা সত্যি হবার নয় সপ্নে তাকে সত্যি করতে চায়। কিন্তু অভিভাবক তাকে জোর করে বন্দী করেন পড়াশোনার জগতে, "সাড়ে এগারোটা। খেয়ে ফের অঙ্ক নিয়ে বসবে। যদি দুপুরের মধ্যে পুরো এক্সারসাইজ শেষ না হয়, তাহলে..."[৫] বড়োদের কাছে তাদের সন্তান যেন রেসের ঘোড়া, যার উপরে বাজী ধরে জিততে চান অভিভাবকরা। শিশুর শৈশব কাল তাদের সপ্ন চুরমার হয়ে যায় অভিভাবকের ধমকানিতে।

স্মার্ট কৈশোরঃ আনস্মার্টদের স্মার্ট করার জন্য কলেজের সিনিয়র দের মোক্ষম দাওয়াই র‍্যাগিং। আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ হলেও এই ফলিতবিদ্যার প্রয়োগ প্রায়শই খবরের শিরোনামে উঠে আসে। **'উনিশ বছর বয়স'** গল্পে ঝিনুকের কলেজের প্রথম দিনটিতে তাকে সেই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। গল্পে ঝিনুকের ভাবনায় উঠে আসে র‍্যাগিং এর ভয়ংকরতা,-

> *"র‍্যাগিং শব্দটার ভিতরেই যে বাঘের মতো ঘাপটি মেরে থাকে একটা ভীষণ ভয়। কাগজে পড়েছে শুনেওছে অনেকের মুখে। এই তো গত বছর সুকান্যার দাদাই পালিয়ে এসেছিল। পিঠে একগাদা কালশিটে নিয়ে। কি ভয়ংকর মেরেছিল বেচারাকে। শিরিনের দাদাকে নাকি ফুঁ দিয়ে একটা পয়সা নিয়েযেতে বলেছিল বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। রাতে শুলেই গায়ে জল ঢেলে দিত।"* [৬]

অবশ্য এসব কিছু হয়নি ঝিনুকের ক্ষেত্রে। কলেজের প্রথম দিন সেকেন্ড ও থার্ড ইয়ারের দাদা-দিদিরা সেকেন্ড ইয়ারের একটা ছেলেকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে *বলেছিল,-"দেন থিঙ্ক হিম অ্যাজ গ্যারিকুপার অ্যান্ড ইউ মেরিলিন মনরো। সিডিউস হিম।"* [৭] গল্পের শেষে অবশ্য ছেলেটির সাথে ঝিনুকের ভালোলাগা গড়ে ওঠে। তবে কম হোক বা বেশি র‍্যাগিং সমস্যা ভাবিয়ে তোলে অনুভবি পাঠককেও।

কৈশোর মানেই বাঁধন না মানার কাল। তবে বর্তমান যুগে স্মার্ট তরুণ-তরুণীরা হারিয়ে ফেলছে মূল্যবোধ, ভুলে যাচ্ছে আপন কৃষ্টি-সংস্কৃতি। পাশ্চাত্যের অনুকরণের ধারা আজও অব্যহত। চাল-চলন, খাদ্য-খাবার, পোশাক-আশাক, মুখের ভাষা, অঙ্গ-ভঙ্গি সব কিছুতেই এরা মনে প্রানে আধুনিক হয়ে উঠতে চায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একাধিক গল্পে আছে কৈশোরের এই বাঁধ ভাঙার প্রয়াস। এই বিষয়ে **"তৃষ্ণা মারা গেছে"** গল্পে লেখিকা বলেছেন, *"-আসলে কি জানো? চটজলদির বাজার তো এখন... কোনও কিছু ধৈর্য*

ধরে শিখবে জানবে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে তার আর কোনও সময় নেই। এখন হচ্ছে ধর তক্তা মার পেরেক। নাচ গান আমোদ-আল্লাদ, সব কিছুতেই চাই হরবখত উত্তেজনা”। [৮]

নাগরিক নরনারীর জীবন সমসসাঃ আধুনিক নরনারীর বিচিত্র মানসিক সমস্যাই আধুনিক জনজীবনে যন্ত্রণার মূল কারণ। বিবাহিত, বিশেষ করে প্রৌঢ় নরনারীর মানসিক টানাপোড়েন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অসংখ্য গল্পের বিষয় হয়েছে। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখের সংসারে হঠাৎ হাজির হয়েছে বিবাহপূর্ব জীবনের প্রাক্তন প্রেমিক। এর ফলে সুখী গৃহবধূর মনোজগতের সুনামি ধরা পড়েছে একাধিক ছোটগল্পে। যেমন-

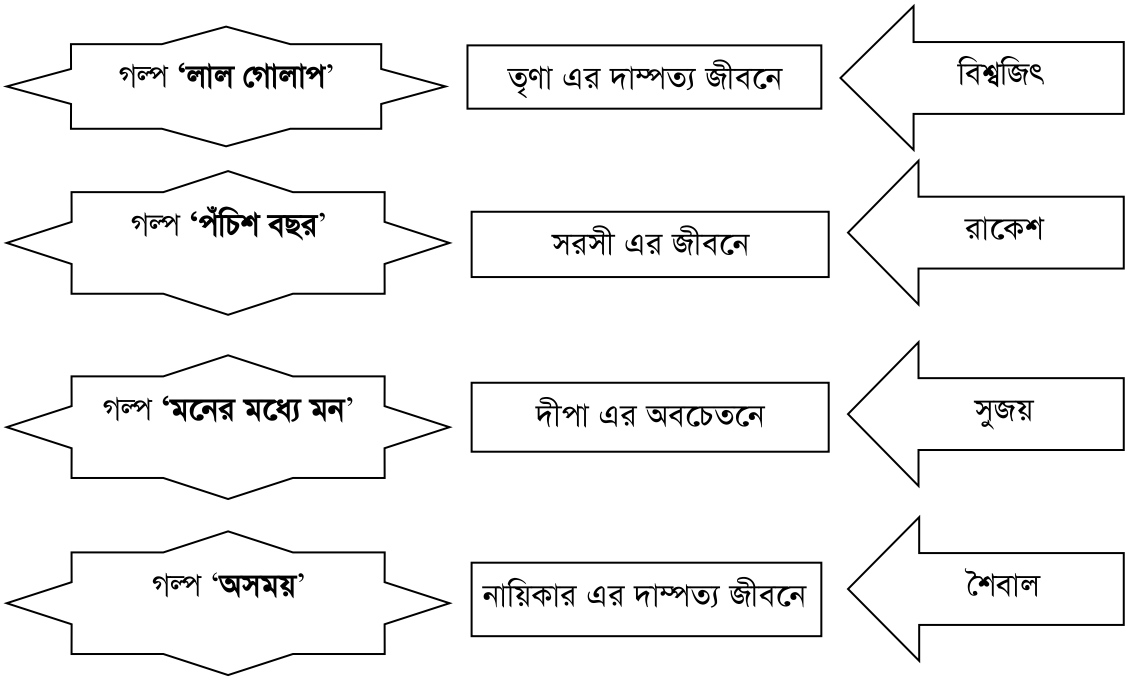

আবার বৈধব্য জীবনে নারী কখনো কখনো ফিরে গেছে কৈশোরের প্রেমিকের কাছে। জীবনের উপান্তে পৌঁছে হয়তো ঘরছাড়া বা ঘর বাঁধা আর সম্ভব নয় তবুও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে পুরাতন প্রেমকে একবার আধুনিকতার তুলাদণ্ডে তুলনার চেষ্টা করেছেন তারা। যেমন,-

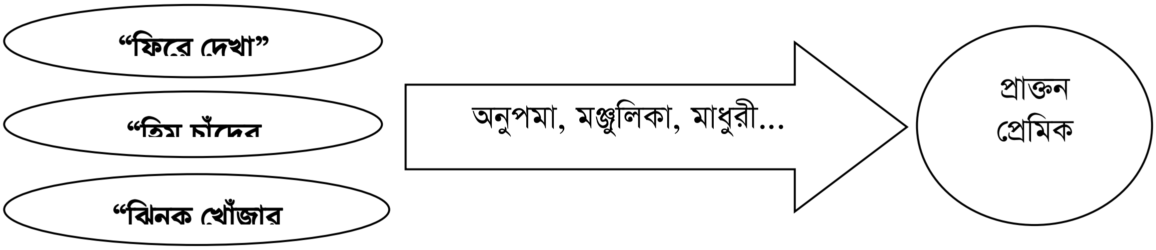

-এই ধরণের গল্প গুলিতে স্বামীকে হারিয়ে বাস্তব জীবনে যে শূন্যতা নেমে এসেছে তা থেকে কিছুটা স্বস্তির আশায় অতীতে উঁকি মারার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশীরভাগ গল্পে প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ঘটেছে নিতান্তই কাকতালীয় ভাবে। কখনো হঠাৎ ফোনে, কখনো বেড়াতে গিয়ে পথে, কখনো বা স্ব-প্রচেষ্টায়। ক্ষণিকের জন্য সুখস্মৃতির বিলাস জমে উঠেছে।

আধুনিক মানুষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে বলা যায় অভিযোজিত হয়ে চলেছে এই নগর সভ্যতার সঙ্গে। চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী দৈনন্দিন জীবন ক্রমশ রোবটের মতো কৃত্তিম হয়ে পড়ছে। যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে দাম্পত্য সম্পর্ক গুলো। এমনই একটি গল্প **"শাড়ি রসমালাই ও বিবাহবার্ষিকী"**। এই গল্পে **১২**তম বিবাহ বার্ষিকীতে শান্তা শুভর জন্য প্রিয় খাবার রান্না করে, জিজ্ঞেস করলে বলে 'বানালাম। বানাতে হয় তাই।'[৯] শুভও অফিস থেকে ফেরার সময় শান্তার জন্য পিওর সিল্কের শাড়ি কিনে নিয়ে আসে(হয়তো আনতে হয় তাই) কিন্তু কোন কিছুতেই কোন উচ্ছ্বাস নেই। শান্তা বলে,- *'ওসব মধুর মধুর দৃশ্য ফিল্মে ভালো লাগে কিংবা আপনাদের মতো লিখিয়েদের গল্প-উপন্যাসে। প্রাকটিকাল লাইফে ওরকম কক্ষনো হয় না। বাস্তব হল সমুদ্রের মতো যত উচ্ছ্বাস তীরের কাছে। ভেতরে যান দেখবেন জল ক্রমশ কেমন শান্ত, গভীর ...।'*[১০] নাগরিক মূল্যবোধ এখানে ক্লান্তির আমদানি করেছে। অ্যাবসার্ড নাটকের মতো দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি, ক্লান্তি আর পৌনঃপুনিকতাই এই ধরণের গল্পের বিষয়।

> ***'বাড়ী'***(*১৭/০৪/২০০৫,আনন্দবাজার পত্রিকা) গল্পে আছে আধুনিক ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালা কেন্দ্রিক এক রূঢ় বাস্তব সমস্যা। ভাড়াটে তাড়ানোর জন্য বাড়িওয়ালার জঘন্য কার্যকলাপ সেই সঙ্গে প্রমোটাররাজ ও চোখে পড়ার মতো। লেখিকার কলমে সমস্যার স্বরূপ,- 'দক্ষিণ কোলকাতার এ অঞ্চলটায় জমি ফ্লাটের এখন বিস্তর দাম, প্রমোটাররাও তাই পুরনো বাড়ি ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর জন্য ছোঁক ছোঁক করছে সর্বক্ষণ।'*[১১]

এদেশে ছোট বড় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেলিব্রিটিদের ঘটাকরে সম্বর্ধনা দেবার বেশ প্রচলন আছে। বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা বড়ো বড়ো সেলিব্রিটিদের সভায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। কিন্তু ছোট ছোট সংঘ বা সংগঠন তাদের বাজেট অনুসারে উঠতি সেলিব্রিটিদের দিয়েই অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। মফঃস্বল বা গ্রামের দূরদূরান্ত থেকে সেলিব্রিটিদের নিমন্ত্রণ আসে। দূরে গিয়ে এই সেলিব্রিটিদের কপালে জোটে নানা রকম দুর্ভোগ। সম্বর্ধনার বদলে অনেক কষ্ট স্বীকার করে ঘরে ফিরে আসতে হয় অনেক সময়। **'সমাজসেবা মাইকি জয়'** গল্পের উঠতি সাহিত্যিক বিপুলবাবু গ্রামের একটি ক্লাবে সম্বর্ধনা সভায় গিয়ে, চরম হেনস্থার স্বীকার হন। তাকে দিয়ে প্রথমে গরীব দুঃখীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়,- *"ছিয়াত্তরখানা কম্বল দান করার পর বিপুলবাবু যখন মুক্তি পেলেন, তখন শরীরের সমস্ত শক্তি উবেগেছে। দরদর করে ঘামছেন।"* [১২] এখানেই শেষ নয়। এরপর দুপুরের *ঠাঁ-ঠাঁ* রৌদ্রে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি। বিপুল বাবুকে নিজে হাতে মাটি খুঁড়ে গাছ লাগাটে হল। এরপর তাকে একগাদা সার্টিফিকেট সই করতে হল। এরপর তাকে রক্তদান কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে রক্ত দিতে হল। ক্লাবের প্রতিপক্ষ জোর করে তাকে রক্তদিতে বাধ্য করল। এরপর প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় *'ছেঁড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'* হয়ে ঘরে ফিরলেন। **'ধার্বেলিয়া'** গল্পেও আছে উঠতি কবি অবনীর হেনস্থার কথা।[১৩] অবশ্য নিজে কবি হয়ে উঠতে পারেননি এখনো। সম্বর্ধনা সভায় নিজের কবিতা ভুলে গিয়ে রবিঠাকুরের কবিতা নিজের বলে চালিয়ে তবে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন নারীবাদী লেখিকা হিসাবে। লেখিকা নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আধুনিক নারী মনস্তত্ত্বই তাঁর রচনার ভর কেন্দ্র। বেশীরভাগ ছোটগল্পে নারীর চোখে আধুনিক নাগরিক ও নগরজীবনকে দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। পরিবার পুরুষতান্ত্রিক হলেও

আশ্চর্যভাবে আজও পরিবারের ভরকেন্দ্রে দশভুজা নারীর অবস্থান। বদলে যাওয়া সময় ও সমাজ নারীর সুপ্রাচীন অবস্থান ও কর্মের পরিসর বদলে দিয়েছে। অবরোধবাসিনী নারী এখন অফিসের লেডী বস। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কয়েকটি গল্পে নারী উৎকট ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে,- **'নারীতান্ত্রিক'** গল্পে স্বামী(বিমান) বাড়িতে ঘরকন্নার কাজ করে আর স্ত্রী(অনুরাধা) অফিসে যায়। স্বামী তাঁর স্ত্রীর জন্য বাজার করে, রান্না করে, ফুলের টব সাজিয়ে রাখে। তরকারিতে নুন কম হলে বৌ এর বকা শোনে। আসলে আধুনিক নারীর সামাজিক আইডেন্টিটি বদল ঘটেছে। এই বৈপরীত্যপূর্ণ জীবনচর্যা তারই আভাষ দেয়। **'উল্টোপুরাণ'** গল্পেও মেয়েরা অফিসে যায় বাজার করে আর ঘর সংসার সামলায় পুরুষেরা। লোকসংস্কৃতি ও ব্রাত্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত **'বাদামী জুড়ুল'** গল্পে ভারতীয় নারীর পাঁচ না- রান্না, কান্না, বায়না, গয়না ও বিছানা –কে ভাঙতে চেয়েছেন লেখিকা। আধুনিক নারীকে পৌরাণিক নারীর মতো ইচ্ছা খুশি ব্যবহার করা যাবে না আর। নারী মানে গৃহকর্মী আর শয্যাসঙ্গিনী –এই ধারণা বদলে গেছে। আধুনিক জটিল জীবনের নারীর অধিকারের সরল সমীকরণ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বহু ছোটগল্পে চিত্রিত হয়েছে। কোথাও সরাসরি তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে কোথাও তীব্র ব্যাঙ্গ আর বিদ্রূপে। এমনই একটি ছোটগল্প **'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে'**। এই গল্পে দুঁদে উকিল সমীরণ বিখ্যাত হওয়ার জন্য ধর্ষিতা বার অভিনেত্রী রিয়ার হয়ে বিনা পয়সায় কেস লড়ে। কোর্টে সওয়ালে বলে *'কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীর ভোগের চেষ্টাকে ভারতীয় আইনে ধর্ষণ বলে'*। [১৪] অথচ নিজের স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার পরোয়া না করেই দিনের পর দিন তাকে ইচ্ছা খুশি ভোগ করে। প্রতিদিন নিজের স্বামীর দ্বারা ধর্ষিত হতে হতেও মুখ বুজে ভালো মেয়ের মুখোশ পরে থাকতে হয় কারণ বার অভিনেত্রী রিয়ার মতো নিজের অভিযোগ ভরা আদালতে কবুল করার মতো সৎ সাহস তার নেই। আধুনিক সমাজের সর্বংসহা সেই সব ভালো মেয়েদের হয়ে ব্যাঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন লেখিকা।

'এপার ওপার' গল্পে আছে লিভ টুগেদার নামক আর এক আধুনিক জীবন যাপনের জটিল কাহিনি। গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী তার গানে বৃদ্ধা মা গেয়েছেন,-

স্বামী- স্ত্রী আর অ্যালশেসিয়ান জায়গা বড়োই কম
আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম । [১৫]

-বাস্তবের তুমি আমি এর ছোট্ট ফ্লাটে দরকারি জিনিসের মাঝে বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বড়ো বেমানান ও বেদরকারি হয়ে গেছে। আধুনিক সন্তান বাবা মাকে ফেলে রেখে আসেন বৃদ্ধাশ্রমে। **'এ পরবাসে', 'অন্তরাগ'** (আনন্দবাজার পত্রিকা, ০১/০৪/২০১২) প্রভৃতি গল্পে আছে এ সমস্যার হাল হকিকত।

বিগত ২৫০ বছরের(প্রায়) ছোটগল্পের ইতিহাসে বদলে গেছে কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষা, সময়কাল, জীবনবোধ ইত্যাদি অনেক কিছুই। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কলমে এই পরিবর্তিত জীবনবোধ রঙে রসে মূর্তি লাভ করেছে। আধুনিক জীবনযন্ত্রণাকে গল্পে রূপ দিতে গিয়ে লেখিকা ভাষাকে সর্বার্থে আধুনিক করে তুলেছেন। যেমন নব প্রজন্মের মুখে,- ঝিঙ্চাক, ডিব্চ, ঝাক্কাশ, র‍্যাপা, লাডলা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ প্রয়োগে তিনি স্মরণজিৎ চক্রবর্তী বা নবারুণ ভট্টাচার্যের মতো এতখানি দরাজ না হলেও বেশ স্মার্ট। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁর ছোটগল্পের বাচন ভঙ্গিও নাগরিক ও আধুনিক হয়েছে। এ বিষয়ে **"সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পঃ আমি নারী আমি মহীয়সী"** রচনায় জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,-

> *"নারীর নিজস্ব ছন্দ এখানে বাঙ্ময় হয়ে গদ্য কাঠামোও ঋজু। নান্দনিকতায় ঋদ্ধ। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পের স্মার্টনেস্ একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ......সবার উপরে জীবনকে দেখার এই*

ডিটেইলিং এর গুণেই তিনি জিতে যান। কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে শালীমা জরির মতো লীন হয়ে থাকে সুচিত্রার জীবন দর্শন।”[১৬] *[সাহিত্য ও সংস্কৃতি; বৈশাখ ও আশ্বিন ১৪০৬]*

সূত্রনির্দেশ :

১। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **স্বরচিত গল্পপাঠ (‘সম্পর্ক’)**, অডিও রেকর্ডিং, The South Asian Literary Recording Project, the Library of Congress collections, New Delhi, সংগৃহীত-৬ই অক্টোবর, ২০১০, প্রকাশিত ১৩ই মে, ২০১৫।
অডিও লিঙ্ক- https://memory.loc.gov/mbrs/master/salrp/03801.mp3

২। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **‘ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে’,** দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাব্লিশার্স, কোলকাতা-৯, প্রকাশঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৪১

৩। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘কাকতালীয়’, হাসি মজা ডট কম, পত্রভারতী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১, প্রকাশক- ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩/১ কলেজ রো, কোলকাতা -৯, পৃষ্ঠা- ৮০

৪। *কবির সুমন, ‘পেটকাটি চাঁদিয়াল...,’ গানওয়ালা কবির সুমন, ২৬শে জুলাই ১৯৯৯, সারেগামা,* কোলকাতা-২৮, *গানের ক্রম - ৭*

৫। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, ‘কাকতালীয়’, হাসি মজা ডট কম, পত্রভারতী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১, প্রকাশক- ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩/১ কলেজ রো, কোলকাতা -৯, পৃষ্ঠা – ৮৭

৬। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **‘উনিশ বছর বয়স’,** বৃষ্টি নামার পরে, লালমাটি, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৭৫

৭। ঐ, পৃষ্ঠা-৭৭

৮। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **‘তৃষ্ণা মারা গেছে’,** তিন মিতিন, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩, প্রকাশক-সুধাংশুশেখর দে, প্রকাশ-জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৪৫

৯। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **‘শাড়ি রসমালাই ও বিবাহবার্ষিকী’,** বৃষ্টি নামার পরে, লালমাটি, ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৭৫

১০। ঐ, পৃষ্ঠা-৯১

১১। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **‘বাড়ী’,** আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই এপ্রিল ২০০৫, সম্পাদক - অভীক সরকার, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কোলকাতা-১

১২। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *‘সমাজসেবা মাইকি জয়’,* হাসি মজা ডট কম, পত্রভারতী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১, প্রকাশক- ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩/১ কলেজ রো, কোলকাতা -৯, পৃষ্ঠা- ৩২

১৩। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *‘বার্বেলিয়া’*, হাসি মজা ডট কম, পত্রভারতী, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১, প্রকাশক- ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩/১ কলেজ রো, কোলকাতা -৯, পৃষ্ঠা- ৬৯

১৪। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, **‘ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে’,** দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাব্লিশার্স, কোলকাতা-৯, প্রকাশঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৫৫

১৫। চক্রবর্তী, নচিকেতা, অ্যালবাম-**‘বৃদ্ধাশ্রম’**, প্রকাশ-১লা জুলাই ২০১১, প্রকাশক-সারেগামা (HMV), কোলকাতা-২৮, গান নং-৩

১৬। *আচার্য, দেবেশ কুমার,* ***‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫০-২০০০)’,*** *ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কোলকাতা-৯, প্রকাশক শ্রী শরৎচন্দ্র পাল, প্রথম প্রকাস-১৮ই আগস্ট ২০১০, পৃষ্ঠা-১১৬৮*